পাক্ষিক

আহ্‌মদী

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :
এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১৬শ সংখ্যা
১৫ই পৌষ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং ॥ ১৫ই রবিউল আউয়াল ১৪০৩ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৬শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২

লেখক	বিষয়	
* তরজামাতুল কুরআন সুরা মায়েদা (৬ষ্ঠ পারা, ৭ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : নবী করীম (সাঃ)-এর অতুলনীয় আত্মিক প্রভাব ও সাফল্য	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর সমাপ্তি ভাষণ	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
* হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—১৪	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	১৮
* প্রিয় ইসলামের প্রিয় কথা	এশায়াত বিভাগ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ	
* মসীহ (আঃ) ও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সহিত একটি নিরপেক্ষ তুলনা	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২০
* রসুল-প্রেমের প্রকৃত পরিচয়	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১
* মজলিস পরিদর্শন	আবদুল জলিল	২৩

৯০তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসা অভূতপূর্ব সাফ্যল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ পাকিস্তানের শহর-নগর-গ্রাম-গঞ্জ থেকে তিন লক্ষ আহমদী জনসমাগম

জামাত আহমদীয়ার ৯০ তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসা রাবওয়ায় (পাকিস্তান) আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অভূতপূর্ব সাফলোর সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় যোগদানের পর ফিরে এসে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর জনাব ডঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব বলেন যে, এবারের জলসায় লোক সমাগম হয়েছিল প্রায় তিন লক্ষ, যাদের মধ্যে ছিলেন ইউরোপ, আমেরিকা আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আহমদী প্রতিনিধি দল। তিন দিন ব্যাপী জলসার অনুষ্ঠানসূচী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তদনুযায়ী সেলসেলার বিভিন্ন উলামা সহ সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক উদ্বোধনী, ও দ্বিতীয় দিনের এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন।

উক্ত জলসায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব সাহেব সহ চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব এবং জিলা কায়েদ জনাব নজির আহমদ সাহেবও যোগদান করেন। তাঁরা সকলই শীঘ্র প্রত্যাগমন করছেন।

(আহমদী রিপোর্ট—আঃ সাঃ মঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১৬শ সংখ্যা

১৫ই পৌষ ১৩৮৯ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং : ৩১শে ফাতাহ্ ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ও ১৬ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **৭ম রুকু**

৪৫। নিশ্চয়ই আমরা তওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম উহাতে হেদায়াত নূর ছিল ইহা দ্বারা নবীগণ যাহারা (আমাদের) ফর্মাবরদার ছিল এবং তত্ত্বাজ্ঞানী পুরুষগণও ইহুদী আলেমগণ ইহুদীদের ফয়সালা দিতেন যেহেতু তাহাদের উপর আল্লাহ্র কিতাবের সংরক্ষণের দায়ীত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করেনা, তাহারাই (প্রকৃত) কাফের।

৪৬। এবং আমরা উহাতে তাহাদের জন্য ফরয করিয়াছিলাম, জানের বদলে জান চোখের বদলে চোখ নাকের বদলে নাক কানের বদলে কান দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের (ন্যায্য) প্রতিশোধ ; অতঃপর যে ব্যক্তি ইহা (অর্থাৎ প্রতিশোধ লওয়া) ছাড়িয়া দেয়. ইহা নিশ্চয়ই তাহার জন্য পাপের ক্ষমার উপায় হইবে এবং আল্লাহ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদ অনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, তাহারাই প্রকৃত যালেম।

৪৭। এবং আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে যে তাহার পূর্বে যাহা অর্থাৎ তওরাত ছিল উহার তসদীককারী, তাহাদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের) পদাঙ্ক অনুসরণে সবশেষে প্রেরণ করিয়াছিলাম ; এবং তাহাকে ইঞ্জীল প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে হেদায়াত ও নূর ছিল এবং উহা তাহার পূর্বে যাহা অর্থাৎ তওরাত ছিল উহার (ভবিষ্যদ্বানীর) সত্যতা তসদীককারী এবং উহা মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়ত ও নসিহত ছিল।

৪৮। এবং ইঞ্জিলের অনুসরণ কারিদের উচিৎ উহাতে আল্লাহ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যেন তাহারা ফয়সালা করে, এবং আল্লাহ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, তাহারাই প্রকৃত সীমা লঙ্ঘনকারী।

৪৯। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব সত্য সহকারে নাযেল করিয়াছি, যাহা উহার পূর্বকার কিতাবের (বাক্যাবলীর) তসদীককারী এবং যাহা উহার (অর্থাৎ তওরাতের) উপর তত্বাবধায়ক সুতরাং আল্লাহ তোমার উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন, তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ফয়সালা দাও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে উহাকে ছাড়িয়া তুমি তাহাদের কামনা সমূহের অনুসরণ করিও না; আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য (তাহার সামর্থ অনুযায়ী ইলহামী) পানি পর্যন্ত পৌছিবার ছোট এবং বড় পথ নির্ধারিত করিয়াছি, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন কিন্তু তিনি তোমাদের উপর যাহা (অর্থাৎ যে কালাম) নাযেল করিয়াছেন তৎসম্পর্কে তোমাদের পরীক্ষা করিতে চাহেন এইজন্য তিনি এইরূপ করেন নাই নেককাজে তোমরা আগে বাড়িবার উদ্দেশ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর; কারণ আল্লাহ্রদিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, যখন তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন সেই বিষয়ে যে সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছিলে।

৫০। এবং হে রসুল! আল্লাহ্ যে কালাম তোমাদের উপর নাযেল করিয়াছেন, তদ্বারা তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর এবং তুমি তাহাদের কামনা সমূহের অনুসরণ করিও না এবং তুমি তাহাদের নিকট হইতে সাবধান হও যেন আল্লাহ্ যাহা তোমার উপর নাযেল করিয়াছে উহার অংশ বিশেষ হইতে তোমাকে বিচ্যুত করিয়া ফেৎনায় না ফেলে কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে জানিও যে, আল্লাহ্ তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন, এবং লোকদের মধ্য হইতে অনেকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী।

{ তফসীর সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ }

"তোমরাই আল্লাহ্তায়ালার শেষ জামাত। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর হওয়া সম্ভব নহে। তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত জামাত হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার জীবনের অবসান হইবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।" ('আমাদের শিক্ষা' পৃঃ ১১)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্-তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।"

(আমাদের শিক্ষা)

ইমাম মাহ্দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

আক্কেল-বুদ্ধি ও মেধা, পরোপকার ও সহানুভূতি, সমবেদনা ও সাহায্য

১। হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'আশায়ারি' গোত্রের এই বৈশিষ্ট্য বড় প্রশংসনীয় যে, যুদ্ধে তাহাদের অনটন ঘটিলে বা মদিনায় তাহাদের পরিজনের খাদ্যাভাব দেখা দিলে তাহারা তাহাদের সমগ্র খাদ্যভাণ্ডার এক স্থানে জমা করে এবং এক পাত্র দিয়া মাপিয়া পরস্পর সমভাবে বণ্টন করিয়া নেয়। প্রকৃতপক্ষে, এহেন ব্যক্তিগণই আমার এবং আমি তাহাদের।"

['মুসলিম, কিতাবুল ফযায়েল, ২:২৫২ পৃ:]

ইখলাস (আন্তরিকতা), সদিচ্ছা ও শুভ কামনা এবং পূণ্য কর্মে পরস্পর সহযোগিতা

২। হযরত তামিম বিন আওস আল-দারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু:) ফরমাইয়াছেন : "'দ্বীন' (ধর্ম) সর্বতঃ সদিচ্ছা, শুভকামনা, এবং আন্তরিকতার নামান্তর।" আমরা বলিলাম : 'কাহার জন্য শুভেচ্ছা? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "আল্লাহ্তায়ালার, তাঁহার রসুলের, মুসলমান ও তাহাদের ইমামগণের এবং মুসলমানদের জনসাধারণের জন্য শুভ কামনা ও তাঁহাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা।"

('মুসলিম 'কিতাবুল ঈমান ; ১:৩৪ পৃ:)

৩। হযরত আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : তিনটি বিষয়ে মুসলমান 'খিয়ানত' (অসততা) করে না। এক আল্লাহ্তায়ালার জন্য 'ইখলাস (আন্তরিকতা)-এর বিষয়ে। দ্বিতীয়, আদেশ নিষেধের বিষয়ে শুভ কামনা পোষণে। তৃতীয় মুসলমান জামাত বিষয়ে।"

৪। হযরত সাঈদ বিন্ সাবেত রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহ্তায়ালা ঐ সময় পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজন পুরণ করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান ভাইগণের প্রয়োজন সরবরাহে চেষ্টা করে।

৫। আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান পার্থিব—সাংসারিক উদ্বেগ ও কষ্ট দূর

করে, আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিনের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও কষ্ট হইতে তাহাকে দূরে রাখিবেন। এবং যে ব্যক্তি অভাব-অনটন ও কষ্টে কোন ব্যক্তিকে আরাম পৌঁছায় এবং তাহার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে, আল্লাহ্তায়ালার 'আখেরাতে'—মৃত্যুর পরপারে তাহার জন্য সহজ ব্যবস্থা করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পর্দাপুশি করে—দোষত্রুটি ঢাকিয়া রাখে আল্লাহ্তায়ালা আখেরাতে (ভবিষ্যৎ জীবনে) তাহার পর্দাপুশি করিবেন। আল্লাহ্তায়ালা সেই বান্দার সাহায্যার্থে প্রস্তুত থাকেন, যে তাহার ভ্রাতার সাহায্যার্থে প্রস্তুত। যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বষণে বাহির হয়, আল্লাহ্তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করিয়া দেন। যাহারা আল্লাহ্ তায়ালার গৃহ সমূহের মধ্যে কোন গৃহে বসিয়া আল্লাহ্তায়ালার কিতাব পাঠ করে এবং উহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় (—উহার দরস শোনা এবং দরস দেওয়ায়) ব্যাপৃত থাকে, আল্লাহ্-তায়ালা তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রশান্তি ও সুস্থিরতা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের রহমত তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখেন। তাঁহার মুকাররিবগণের (নৈকট্যপ্রাপ্ত) মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের নিয়া আলোচনা করেন। যে ব্যক্তি কর্মে (আমলে) শিথিল থাকে, তাহার বংশ ও বৈবাহিক আত্মীয়তা তাহাকে দ্রুতগামী করিতে পারে না। অর্থাৎ, সে বংশ বলে জান্নাতে যাইতে পারে না।

['মুসলিম, 'কিতাবুল যেকের, 'বাবু ফাযলিল্ ইজতেমায়ে আলা তেলাওয়াতিল কুরআনে ওয়া আলায-যেকর, ২:১৩১ পৃঃ]

৬। হযরত আমর বিন শোয়াইব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহার পিতা হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছে : আল্লাহতায়ালা তাঁহার অনুগ্রহের ও তাঁহার দানের পরিচয় বান্দার মধ্যে দর্শন করিতে পছন্দ করেন।" অর্থাৎ, খোশ-হালকে প্রকাশ করা এবং সামর্থানুযায়ী ভাল কাপড় ও বসবাসের উত্তম ব্যবস্থা আল্লাহ্তায়ালা পছন্দ করেন। শর্ত হইল গর্ব ও অপব্যয়ের কোনো দিক যেন না থাকে।

('তিরমিযি ; কিতাবুল আদব ; 'বাবু আন্নাল্লাহা ইউহিব্বু আঁই-ইরা আসরা নিয়মাতিহি আলা আবদিহি, ২:১০৫ পৃঃ]

৭। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : তোমাদের চাইতে যাহার অবস্থা হীন, তাহার দিকে দেখ কিন্তু ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাইবে না যে তোমার চাইতে ভাল অবস্থাপন্ন। ইহা তোমার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ। ইহাকে তুচ্ছ ভাবিবে না।

মুসলিম ; কিতাবুয যুহ্দ ওয়ার রিকাক ; ২:৩৪৩ পৃঃ

{ 'হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে সংকলিত }

অনুবাদ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অতুলনীয় আত্মিক প্রভাব ও সাফল্য

"আমাদের পয়গম্বরে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্রকরণ (আধ্যাত্মিক) শক্তি এমন উচ্চ পর্যায়ে উপনীত ছিল যেন সমগ্র নবীকুল (আলাইহিমুসসালাম)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে যে. কেহই তাঁহার মোকাবেলায় কিছুই কাজ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রস্তুতকৃত জামাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ খোদাতায়ালার জন্য উৎসর্গীত এবং নিজেদের পূণ্য ও কর্মময় জীবনে ছিলেন তাঁহারা নজীরবিহীন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় এবং সাফল্যমণ্ডিত জীবনের এই চিত্রই উদ্‌ভাসিত হয় যে তিনি যে কাজের জন্য দুনিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন উহা সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন করার পর তিনি এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সরকারী বন্দোবস্ত বিভাগের কর্মকর্তারা যেমন নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে যাবতীয় কাগজপত্র তৈরী করিয়া দিয়া সর্বশেষ রিপোর্ট প্রদান করেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করেন, তেমনি ভাবে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে দেখা যায় যে. যেদিন "কুম ফা আনযের' (উঠ এবং সতর্ক কর) প্রত্যাদেশ-বাণী আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে'...ইযা জায়া নাসরুল্লাহে" এবং "আল ইউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম" আয়াত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সকল ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার অতুলনীয় সার্বিক সফলতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল আয়াত ও ঘটনাবলীর দৃষ্টে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তিনি খাসভাবে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন।

হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় জীবনে সেই বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, যাহা তাঁহার রেসালতের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রতিশ্রুত পবিত্র ভূমি (ফিলিস্তিন) নিজ চোখে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বরং পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। কোন অবিশ্বাসী কিরূপে মানিবে? তাঁহার অর্ধপথে মৃত্যুবরণ এবং প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌঁছিতে না পারার কারণ সমূহ কেনই বা সে শুনিতে যাইবে? সে তো ইহাই বলিবে যে তিনি যদি সত্যকার ভাবে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবদ্দশায় সেই সকল ওয়াদা কেন পূর্ণ হইল না? সত্য কথা এই যে, সকল নবী নবুওতের পরদাপোশী ও সত্যায়ন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই সাধিত হইয়াছে। তেমনি হযরত মসীহ (আঃ) এর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সমস্ত রাত তিনি নিজে দোওয়া করিতে থাকেন, শিষ্যদের দিয়াও দোওয়া করান, কিন্তু অবশেষে অভিযোগ অনুযোগের অবতারণা করিয়া বসেন, এমন কি

(ক্রুশ বিদ্ধাবস্থায়) বলিয়া উঠিলেন—'এলী এলী লেমা সাবাকতানী' (—হে আল্লাহ্, হে আল্লাহ্, আমাকে তুমি কেন ছাড়িয়া দিলে?)। পাদ্রীগণ মসীহ (আঃ)-এর জীবনের শেষ অবস্থা যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, উহাতে তো শুধু নৈরাশ্যেরই উদ্ভব হয়। দাবী তো ছিল খুব বড় বড়, কিন্তু কাজ কিছুই করিয়া দেখাইলেন না! সারা জীবনে মাত্র বার জন মানুষ তৈরী করিলেন এবং তাহারাও এমন নীচু ধ্যান-ধারণা ও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন যে তাঁহারা খোদার রাজত্বের তত্ত্বমূলক কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। এমন কি তাঁহার নিজের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাথী যাহার সম্বন্ধে তাঁহার ফতোয়া ছিল যে, সে যমীনে যাহা করে, আসমানে তাহাই ঘটে এবং স্বর্গের চাবিকাঠি তাহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম মসীহকে অভিসম্পাত করে। তেমনিভাবে সেই ব্যক্তি, যাহাকে তিনি আমানতদার ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং যাহার বুকে মাথা রাখিয়া শুইতেন, সেই ব্যক্তিই ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহাকে শত্রুর হাতে ধরাইয়া দিয়াছিল। এখন এমতাবস্থায় কে বলিতে পারে যে হযরত মসীহ সত্যিকারভাবে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার হক আদায় করিয়াছিলেন এবং যথার্থভাবে দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইয়াছিলেন?

ইহার মোকাবেলায় আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপ প্রতিশ্রুতিময় ও সফল জীবনের অধিকারী ছিলেন! যখন তিনি দুনিয়াতে ঘোষণা করেন যে "আমি একটি মহান কাজের দায়িত্ব লইয়া আবির্ভূত হইয়াছি", সেই সময় হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাকে জানানো হইল যে, "আল ইউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম"।—'আজি আমি তোমাদের জন্য ধর্ম ব্যবস্থা পুর্ণ করিলাম')। তিনি যেমন এই দাবী করিয়াছিলেন যে "ইন্নি রসুলুল্লাহে ইলাইকুম জামীয়ান"। (—"হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রসুলরূপে প্রেরিত হইয়াছি") তেমনি এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা জরুরী ছিল যে সমস্ত জগতের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল ও তাঁহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইত। সুতরাং তিনি কিরূপ সাহসিকতা ও বীরত্বের সহিত বিরুদ্ধবাদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'ফা কীদুনী জামিয়ান' অর্থাৎ সকলে মিলিত ভাবে সর্ব প্রকারের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি-ফিকির কর এবং কোন কিছুই বাদ দিও না। কতল করার, দেশান্তরিত করার বা বন্দী করার যাবতীয় তদবীর কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে "সা ইউহ্‌যামুল জাম্‌উ ওয়া ইউওয়াল্লুনাদ্‌দুবর"—অর্থাৎ চূড়ান্ত ও শেষ বিজয় আমার জন্যই নির্ধারিত। তোমাদের সকল তদবীর ও ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হইবে, তোমাদের সকল সংস্থা ও যৌথ প্রচেষ্টা এবং জনবল বিক্ষিপ্ত ও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। যেমন এই মহান দাবী যে 'ইন্নি রসুলুল্লাহে ইলাইকুম জামিয়ান" (—নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসুলরূপে আবির্ভূত হইয়াছি') এমন দাবী আর কেহই পেশ করেন নাই, এবং যেমন "ফাকীদুনী জামিয়ান" উচ্চারণ করারও আর কাহারও সাহস হয় নাই, তেমনি ভাবে আর কাহারও মুখ হইতে ইহাও নিঃসৃত হয় নাই যে "সা

ইউহ্‌যামুল জামউ ওয়া ইউওয়াল্লুনাদহুবুর'। এই সকল কথা কেবল সেই ব্যক্তির মুখ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল (এবং তদনুযায়ী ঘটনাও ঘটিয়াছিল, যিনি ছিলেন খোদাতায়ালার ছায়ার নীচে উলিহিয়তের (ঈশ্বরত্বের চাদরে-আবৃত)। আল্লাহুমা সাল্লেআলা মুহাম্মাদেন ওয়া আলে মুহাম্মদ।" (আল-হাকাম, ২৪শে জুলাই ১৯০২ইং)

একমাত্র লক্ষ্য, সকল মিথ্যা নবুওতকে খণ্ডন করিয়া হযরত খাতামান্নাবীয়ীনের চিরস্থায়ী নবুওতকে প্রতিষ্ঠিত করা।

"নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিবে যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যকার মুসলমান হইতে পারে না। এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারী রূপে পরিণত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নাবীয়ীন রূপে বিশ্বাস করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ধর্মে নব উদ্ভাবিত সমস্ত প্রকারের অবৈধ বিষয়াদী হইতে বিরত হয় এবং নিজের কথা ও কাজের দ্বারা তাঁহাকে খাতামান্নাবীয়ীন বলিয়া মান্য করে। এইরূপ না করিলে সবই বৃথা। সাদী (রহঃ) কি উত্তম কথা বলিয়াছেন: "বা যেহাদ ও ওরা কোশ ও সিদক ও সাফা, ওয়া লেকিন মে ফযায়ে বর্ মোস্তফা।"

আমার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা আমার হৃদয়ে প্রেরণা ও উদ্দীপনা প্রদান করিয়াছেন তাহা এই যে শুধু আর শুধুমাত্র রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তকেই প্রতিষ্ঠিত করা, যাহা চিরকালের জন্য আল্লাহতায়ালা কায়েম করিয়াছেন এবং সমস্ত মিথ্যা নবুওতকে খণ্ড-বিখণ্ড করা আমার কাজ।"

(আল-হাকাম, ১০ই আগষ্ট ১৯০২ ইং)

ইসলামের তরীকে নিরাপত্তার তীরে ভিড়াইবার ঐশী ব্যবস্থা

এই জগত তো হইল এরূপ যে: کار دنیا کسے تمام نکرد (অর্থাৎ, দুনিয়ার কাজ কে শেষ করিয়া যাইতে পারিয়াছে')। মৃত্যু যে কখন আসিবে ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার এমনই এক রহস্যাবৃত ব্যাপার যাহা কাহারও উপর উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আর যখন মৃত্যু আসিয়া যায় তখন এখানকার সকল ধন-সম্পদ এখানেই থাকিয়া যায় এবং কোন কোন সময় উহার ওয়ারিশ এমন লোক হয় যাহাদিগকে মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে উহার এক কণা মাত্রও দিতে পছন্দ করিত না। এমতাবস্থায় ইহা কত বড় ভুল যে, মানুষ তাহার মাল সেই ক্ষেত্রে খরচ না করে যাহা তাহার জন্য চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির কারণ হয়?! আমি আশ্চর্য হই যখন ইউরোপের দিকে তাকাই—একজন দুর্বল অসহায় মানুষকে খোদার আসনে বসাইবার জন্য তাহাদের মধ্যে কত উদ্যম ও উদ্দীপন! পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে যদি খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রকাশার্থে কোন চেতনাই না থাকে, তাহা হইলে ইহা কত দুর্ভাগ্যের কথা!!

মুসলমানদের উচিত, আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও রেজামন্দিকে অগ্রগণ্য করা। তাঁহাকে যদি তাহারা সন্তুষ্ট করিয়া লয়, তাহা হইলে সব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ইহাই তো দুর্ভাগ্য যে তাহারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। আমার বড়ই

দুঃখ হয় যখন আমি দেখি যে, মুসলমানদিগকে যদিও সাচ্চা দ্বীনে-ইসলাম দান করা হইয়াছে তথাপি তাহারা উহার কদর করে নাই। খোদাতায়ালাই জানেন, মুসলমানদের এই অবহেলা ও অবজ্ঞায় কি ফলোদয় ও পরিণাম ঘটিবে! আসলে দ্বীনের কোন পরোয়া এবং গয়রত নাই। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঝগড়া-বিবাদে তাহাদের লক্ষ্য হইল শুধু আত্মম্ভরিতা, আত্মগৌরব ও আত্মশ্লাঘা ; আল্লাহ্‌তায়ালার জালাল ও মাহাত্ম্য প্রকাশ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালাকেই অগ্রগণ্য করে এবং তাঁহার দ্বীনের সমর্থন এবং উহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মমর্যাদাভিমানে এরূপ আত্মবিলীন হয় যে, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌-তায়ালার জালাল ও গৌরবকে প্রকাশ করাই তাহার আত্মা ও হৃদয়ের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য হইয়া থাকে, এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার খাতায় 'সিদ্দীক' বলিয়া আখ্যায়িত হয়। আমরা যেভাবে ইসলামকে উহার প্রকৃত স্বরূপে পেশ করিতে পারি সেভাবে অন্য কেহ পারে না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, আমাদের জামাতের বৃহদাংশই হইল গরীব। কিন্তু আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া এই যে, ইহা গরীবদের জামাত হওয়া সত্বেও আমি দেখিতে পাই যে তাহাদের মধ্যে নিষ্ঠা, সততা, দরদ ও সহানুভূতি রহিয়াছে। তাহারা ইসলামের প্রয়োজন ও অভাবকে উপলব্ধি করতঃ যথাসাধ্য উহার জন্য সর্বপ্রকার শক্তি-সমর্থ ও অর্থ ব্যয়ে কোন ত্রুটি করে না। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ থাকিলেই কার্য সাধিত হয় এবং আমরা তো তাঁহার ফজলেরই প্রত্যাশী। যেভাবে একটি তুফান নিকটে অগ্রসর হইলে মানুষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে যে, ইহা তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তেমনিভাবে ইসলামের উপর তুফান ছুটিয়া আসিতেছে। বিরুদ্ধবাদীগণ সর্বক্ষণ এ চেষ্টায় নিয়োজিত ইসলাম যেন ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ইসলামকে এই সকল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এবং তিনি এই তুফানের মধ্যে ইসলামের তরীকে নিরাপত্তার তীরে ভিড়াইয়া দিবেন। নবীদিগের জীবনের ঘটনাবলী দৃষ্টে জানা যায় যে যখন তাঁহারা আসন্ন বিপদাবলী দেখিতেন তখন তাঁহাদের জন্য ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকিত না যে তাঁহারা রাত্রিকালে উঠিয়া দোওয়া করিতেন। কওম তো (আধ্যাত্মিকভাবে) মূক ও বধির হইয়া থাকে। তাহারা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিত না, বরং নির্যাতন ও উৎপীড়ন করিত। সেই সময় রাত্রিকালের দোওয়াই কার্যকরী হইয়া থাকিত। এখনও তাহাই একমাত্র অবলম্বন। ইসলামের অবস্থা দুর্বল এবং ইহার একান্ত প্রয়োজন উহার সংস্থাপন ও প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা।.....সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বরকতময় এবং সৌভাগ্যশালী, যাহার অন্তর পবিত্র এবং আল্লহ্‌তায়ালার মহাত্ম্য প্রকাশের জন্য আগ্রহশীল। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ ব্যক্তিকে অন্যান্যদের উপর অগ্রগণ্য করেন। ইহা খুব মনে রাখিবে যে, রুহানিয়ত (আধ্যাত্মিকতা) কখনও উর্দ্ধগমন লাভ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তর পবিত্র হয়। যখন অন্তরে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার সৃষ্টি হয়, তখন উহার মধ্যে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এক বিশেষ শক্তির সঞ্চার হয়। অতঃপর তাহার জন্য সমস্ত প্রকার উপকরণের উদ্ভব ঘটে, যদ্বারা সে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে " (মলফুজাত ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭, ১৫৮)

অনুবাদ—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ২৫তম বার্ষিক ইজতেমায়

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর

সমাপ্তি ভাষণ

শত বার্ষিকী আহমদীয়া জোবিলী পর্যন্ত একশত দেশে আহমদীয়তের পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

তবলীগ প্রতিটি আহমদীর কাজ এবং এতে প্রত্যেক আহমদীর অংশ নিতে হবে।

তবলীগি জেহাদের যে পদ্ধতি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ব্যক্ত করেছেন সেটাই অবলম্বন করে সফলতা লাভ হবে।

দেখতে দেখতেই চোখের নিমিষে খোদাতায়ালার সাহায্যক্রমে জগত ব্যাপী সকল জনবসতি আহমদী হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

রাবওয়া, ৭ই নবুওত/নভেম্বর—কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ২৫তম সালানা ইজতেমা আজ এখানে বেলা দ্বিপ্রহর এক ঘটিকায় অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়। সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক সমাপ্তি ভাষণ এবং সকরুণ দোওয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

হুজুর (আইঃ) সমাপ্তি ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে বেলা ১১টা বেজে ২৭ মিনিটে ইজতেমার মোকামে (মসজিদে আকসার প্রাঙ্গণ) শুভাগমন করেন। তখন মসজিদের সুবিশাল সমগ্র প্রাঙ্গণ এবং আশে-পাশের সব জায়গা আনসার, খোদ্দাম এবং অন্যান্য শ্রোতাদের দ্বারা আঁটাআটিরূপে ভরে গিয়েছিল। মোট উপস্থিত সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১১ হাজারের উর্ধে।

হুজুর (আইঃ)-এর আগমনে এডিশন্যাল নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ মোহতরম মৌলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ সাহেবের নেত্রিত্বে আনসার এবং অন্যান্য সবাই পূর্ণ জোশ ও জযবার সহিত না'রা সমূহ উত্থাপন করেন।

আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম তেলাওয়াতে কুরআন করীমের দ্বারা আরম্ভ হয়। তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাসুদ আহমদ সাহেব (সরগোধা) তারপর মোহতারম চৌধুরী শব্বীর আহমদ সাহেব

(উকীলুল মাল, তাহ্রীকে জদীদ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র কাব্য কালাম—"কিউঁ আজব করতে হো গর ম্যাঁ আ গিয়া হো কর মসীহ ?" সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে শোনান। এরপর হুজুর (আইঃ) মোহতারম সাকেব যিরভী সাহেব (সাপ্তাহিক 'লাহোর' পত্রিকার সম্পাদক ও সুবিখ্যাত কবি)-কে আহ্বান করেন। তিনি তাঁর সদ্যরচিত উর্দু কবিতা "হাম দিওয়ানে" তার সুপরিচিত বৈশিষ্টাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে পাঠ করেন। উহার প্রারম্ভিক দু'টি পংক্তি ছিল—

'দিওয়ানে ভালা কব রুক্‌তে হ্যাঁ বাস্তে ম্যাঁ খাড়ি দিওয়ারোঁ সে।
হাম হাঁসতে খেলতে গুযরেঙ্গে তুফানোঁ সে মঁজধারো সে॥

তাঁর কবিতার মধ্যে বিশেষভাবে এ চারটি লাইন জনমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে—

আফলাক পে রুহে নাসেরে-দ্বিন ঝুম উঠি ফর্তে মুসররত সে।
জব আই নওয়েদে ফাত্‌হ ও জাফ্‌র স্পেনকে লালাযারোঁ সে॥
সাকেব, ইয়ে কারাম ভি কিয়া কম হ্যা নাসের জো লিয়া তাহের বাখশা।
ওরনা দিওয়ানে মর জাতে সার টাকরা কর দিওয়ারোঁসে॥

[অর্থাৎ—মহাশূন্যে 'নাসেরে দ্বিন' (হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস রাঃ)-এর পবিত্র আত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে, যখন স্পেনের সবুজালয় থেকে বিজয় ও সাফল্যের সুসংবাদ এসে পৌঁছে॥ সাকেব, এটাও কি কম দয়া যে নাসেরকে যখন তিনি নিলেন তখন তাহের দান করলেন। অন্যথা, দেওয়ানারা দেওয়ালের সহিত মাথা ঠুকতে ঠুকতে কত প্রাণ বিসর্জন করতো।]

এরপর হুজুর (আইঃ) ১২টা বেজে ৪ মিনিটে ভাষণ দিতে দাঁড়ান এবং এক ঘণ্টা স্থায়ী ভাষণে তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন:

আল্লাহ্‌তায়ালার বড়ই এহ্‌সান এবং তাঁর অপার অনুগ্রহ যে, কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র এই ইজতেমা খোদাতায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এবং পূর্ববর্তী ইজতেমার চেয়ে অধিকতর উন্নতমানের হয়েছে। উদ্বোধনী অধিবেশনে যদিও কিছুটা কমি (অভাব) অনুভূত হয়েছিল কিন্তু শেষ পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, সকল দিক দিয়েই উপস্থিতি বিগত বছরের তুলনায় বেশী হয়েছে। এ বছর পাকিস্তানের সর্বমোট ৯৪৩টি মজলিস এবং বহির্বিশ্বের ৯টি মজলিস শামিল হয়েছে। বিগত বছর এই সংখ্যা ছিল ৮৪২। এ ধারায় এ বছর ১১০টি মজলিস বর্ধিত হয়েছে। এ বৎসর আনসারের সংখ্যা বিগত বৎসরের তুলনায় ৭০০ জন বাড়তি আছে এবং অন্যান্য শ্রোতাদের সংখ্যা ১১৩৮জন বেশী হয়েছে। হুজুর বলেন, আনসারের সংখ্যা বৃদ্ধি তো মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হতে পারে কিন্তু দর্শকবৃন্দের যে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে সেটা থেকে জানা যায় যে, জামাতের মধ্যে সাধারণভাবে জাগরণের সৃষ্টি হচ্ছে; উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে, এবং ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ বেড়ে চলেছে। এটা আল্লাহ্‌তায়ালার বিরাট অনুগ্রহ এবং তাঁর ফজলক্রমে আশা এই যে, তিনি আমাদেরকে সদাসর্বদাই পূর্বাপেক্ষা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবেন।

সাইকেল আরোহী ঃ

হুজুর বলেন, সাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদানকারীদের সংখ্যায় এ বছর সুস্পষ্ট সাফল্য ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। এর পূর্বে কখনও এত (বেশী) সংখ্যায় সাইকেল যোগে আনসার আসেন নাই। বিগত বছর ৮২ জন সাইকেল আরোহী ছিলেন. যখন এ বছর তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১৯৭। তাদের মধ্যে একজন আনসার বুজুর্গের বয়স হলো ৮০ বছর। তিনি শেখোপুরা জিলার চক চহুর থেকে রাবওয়া পর্যন্ত সারাটা পথ ঠিক ভাবে অতিক্রম করে এসেছেন কিন্তু রাবওয়ার নিকট পুলের উঁচুতে এসে থেমে যান। আর আগে বাড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তখন তাঁর সাথীরা বললেন যে, "আপনাকে আমরা নামতে দিব না।" সুতরাং তাঁর সাথীরা তাঁকে সাইকেলের উপর বসিয়ে রেখে পিছন দিয়ে ঠেলে উঁচু পার করে দিয়েছেন। হুজুর আর একজন বুজুর্গের কথা উল্লেখ করেন যাঁর বয়স ৭৫ বৎসর। এবং তিনি (সিন্ধু-দেশের) থার্পার্কার থেকে (সাইকেলযোগে) এসেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি এক দিনে ১১০ মাইল সফর ও অতিক্রম করেছেন। হুজুর এ কৌতুকপূর্ণ কথাটিও উল্লেখ করেন যে তাঁর সঙ্গে যে নও-মুসলিম যুবকটি এসেছেন তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁর হাটুতে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, 'বাবাজী! কখনও হাটুতে ব্যাথা হয়েছে কি?" বুজুর্গ উত্তর দেন, 'কখনও ব্যথা সরেই নাই।' এ কথা শুনে যুবকটি বুজুর্গের সঙ্গে ৭৫০ মাইলের এত দীর্ঘ সফর করতে দ্বিধা ও সংকোচ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর 'জিলা নাজেম আনসা-রুল্লাহ্' সেই যুবককে তৎক্ষণাৎ (অনতিবিলম্বে) প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তারপরের ঘটনা এই যে, বুজুর্গের বর্ণনা অনুযায়ী সারাটা পথ সফরকালীন তাঁর হাটুতে ব্যাথা হয়েই নাই, বরং সেই যুবকের (হাটুতে) ব্যাথা হতে থাকে এবং সে সারাটি পথ তেল মালিশ করতে করতে আসে।

হুজুর বলেন. যখন আনসার জওয়ান হওয়ার ইরাদা করেন, তখন খোদাতায়ালার ফজলে এমনি ধারায় সহায়ক হয়।

ইউরোপ সফর প্রসঙ্গে ঃ

হুজুর (আইঃ) তাঁর ইউরোপ সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আমরা যেখানেই গিয়েছি সেখানেই অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে খুমেনী সাহেবের কথা জরুর উল্লেখ করা হতো। প্রকৃতপক্ষে সেখানকার প্রেস তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয়ানক চিত্র পেশ করে থাকে, এবং বলে যে. ইরানে এত জুলুম-অত্যাচার চলছে যে. এর মোকাবেলায় শাহের আমলের জুলুম একেবারেই গৌন ও ম্লান হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া তারা এ কথাও লেখে যে. খুমেনী হলেন ইসলামের প্রতি-নিধি. এবং এ সবকিছু ইসলামের নামে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ইউরোপের প্রেস চেয়েছিল আমি যেন খুমেনী সাহেবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলি, তা'হলে তারা সেটা সারা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারেন। আর যদি তার বিরুদ্ধাচরণ না করি বরং তাঁর পক্ষাবলম্বন করি তাহলে ইউরোপ যেন মনে করে যে. এটাও ঐ শ্রেণীরই ইসলাম যেমনটা নাকি খুমেনী সাহেবের রয়েছে এবং এধরনের ইসলামের প্রতি ইউরোপের কোন ইন্টারেষ্ট বা কৌতুহল নাই।

হুজুর বলেন, আমি প্রশ্নটির যে উত্তর দিয়েছি উহার উল্লেখ এজন্য করছি যে, এতে কতকগুলি তবলিগী হিকমত নিহিত রয়েছে। হুজুর বলেন, আমি তাদের এ উত্তর দেই যে, খুমেনীর জুলুমের কাহিনী ছড়াবার ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলিম জাতি ও তাদের লিডার বা নেতৃবৃন্দ এবং ইসলাম দুইটি পৃথক ও ভিন্ন বস্তু—জরুরী নয় যে, এর শিক্ষা ও অনুশাসন নেতারা মেনে চলছেন। যদি আপনারা ইসলামের উপর কোন আপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপন করতে চান তাহলে সেটা ইসলামের নীতি ও শিক্ষার আলোকে করুন, আপনারা ইসলামী শিক্ষার কথা বলুন। আপনারা যে কথাগুলি খুমেনী সাহেব সম্বন্ধে পেশ করেছেন সেগুলি আমরা জানি না— সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ ও ঘটনা কি। একতরফাভাবে ফয়সালা করতে ইসলাম আমাকে নিষেধ করেছে, সেজন্য এ ব্যাপারে আমি কোন কথা বলতে পারি না।

হুজুর বলেন, আমি তাদেরেকে ইহাও বলি যে, যদি আপনাদের কথাগুলি গ্রহণ করে এটাও মেনে নেই যে, খুমেনী হলেন জালিম, তাহলেও আপনাদের অভিযোগ করার হক্ বর্তায় না। আপনারা নিজেদের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে কি করে সমালোচনা করতে পারেন? অতীতে আপনাদের একটি দেশের এক রাণী পাঁচ হাজার মহিলাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়েছিলেন, তারা সব যাদুকর বলে তাদেরকে অভিযোগ দিয়ে। অথচ তারা যাদুকর নয় বলে তারা চীৎকার করতে থাকে। তারপর স্পেনের ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। তদুপরি, এমন এমন মর্মন্তুদ ও লোমহর্ষক জুলুম খৃষ্টানরাই খৃষ্টানদের উপর করেছে যে, সে ইতিহাস পাঠে গা কাঁটা দিয়ে উঠে। জার্মানীর ইতিহাস সাক্ষ্য বহণ করে যে, জার্মানদের খ্রীষ্টান বানাবার ক্ষেত্রে সমগ্র চার্চের প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যায় তখন তলোয়ারের জোরে প্রতিটি জার্মানকে খৃষ্টান বানানো হয়। একজন জার্মানও নিজে (স্বেচ্ছায়) খৃষ্টান হয় নাই। যদি আপনাদের কথাই সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ইসলামে তো একজন খুমেনী পয়দা হয়েছে কিন্তু আপনাদের আঁচলে তো হাজার হাজার খুমেনী পড়ে আছে। কোন খুমেনীকে অভিযুক্ত করার হক্ বা অধিকার আপনাদের নাই।

হুজুর বলেন, আমি যখন এ সব বিষয় ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণনা করতাম, তখন সাংবাদিক এবং বিজ্ঞদের মাথা হেট হয়ে যেতো। কোন একটি বৈঠকেও এমন কখনও হয় নাই যে, উক্ত উত্তর শোনার পর তাদের মাথা নত হয়ে যায় নাই।

হুজুর বলেন, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো মন জয় করা, কাউকেও পরাজিত করা নয়। কিন্তু কোন কোন সময় মনের মোড় ঘোরাবার উদ্দেশ্যে পরাজয় বরণের একটা অনুভূতি সৃষ্টি করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যেন কোনরূপে তাদের দেল্ ইসলামের দিকে ফিরে। সুতরাং আমি কথাটি ঐ পর্যায়ে এনেই ছেড়ে দিতাম না এবং আবার এ কথার দিকে ফিরে গিয়ে বলতাম যে ইসলামী আখলাক (চারিত্রিক স্বভাব) এবং আপনাদের আখলাকের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, আপনাদের কথা অনুযায়ী একজন খুমেনীর আবির্ভাব

হয়েছে এবং তার জন্য আপনারা সমগ্র মুসলিম জাহানকে অভিযুক্ত করছেন। আমাদের কাছে আপনাদের হাজার হাজার খুমেনী রয়েছে কিন্তু আমরা একবারও ইহাকে ভিত্তি করে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে একটি শব্দও মুখ দিয়ে বের করি নাই। এজন্য যে, ইসলাম বলে, ভুল বা অপরাধ খৃষ্ট ধর্মের নয়, ভুল বা অপরাধ হলো ব্যক্তি বিশেষের। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষ্য দান করে যে, খৃষ্টধর্ম কখনও জুলু'মর প্রচার করে নাই।

হুজুর বলেন, যখন এ কথাটি আমি বলতাম, তখন তাদের পরাজয়ের গ্লানিবোধ স্বস্তির রূপ পরিগ্রহণ করতো এবং এভাবে ইসলামী শিক্ষার হিকমতও (তাৎপর্য) তাদের অন্তরে রেখাপাত করতো। হুজুর বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে গয়রতের (আত্মমর্যাদাবোধ) তাগিদে জওয়াবী হামলা করা হয়। যখন ইসলামের উপর এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও চরিত্রের উপর আক্রমণ করা হয় তখন তাদেরকে কোন কোন সময় শক্ত জবাব দেওয়া গয়রতের প্রেক্ষিতে জরুরী হয়ে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এ পদ্ধতিটিই অবলম্বন করে বলেছেন যে, 'তোমরা কোন্ মুখে সমালোচনা কর?' তিনি খ্রীষ্টানদেরকেও কঠোর ভাবে উত্তর দিয়েছেন যাতে তাদের মনে আঘাত লেগে তাদের মধ্যে এ অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অভিযোগ করে তারা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামদের (ভক্তবৃন্দ) উপর কত জুলুম করেছে!!

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তবলীগ বা প্রচার পদ্ধতি ঃ

হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তবলিগী জেহাদের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বার বারই মসীহ (আঃ)-কে (অভিযোগ থেকে) বাঁচাতে থাকেন, তাঁর পবিত্রতাও বর্ণনা করে প্রতীয়মান করতে থাকেন যে এই হলেন পবিত্র কুরআন বর্ণিত মসীহ্। আর যে যীশুকে তোমরা এবং তোমাদের বাইবেল পেশ করে, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নাই, তিনি তো (বাইবেল অনুযায়ী) এমন ছিলেন বা তেমন ছিলেন।

হুজুর বলেন, এই হলো জেহাদের সেই সুন্দরতম পদ্ধতি; যখন আপনারা এই বোনিয়াদী হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে বের হবেন, তখন পরাজয়ের প্রশ্নই উঠে না। আক্রমনের জবাব কোন কোন সময় আক্রমণের দ্বারা দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে; শুধু আত্মরক্ষায় ক্ষান্ত হওয়া যায় না। হুজুর বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর পূর্বে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে একতরফা মোকাবেলা হতে থাকে। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা কুসমালোচনার বাণ বর্ষণ করতো, আর ইত্তবসরে কোন মুসলমান যেয়ে তাদের চাকু মেরে আসতো। ফলে মানুষ মনে করতো যে, মুসলমানদের কাছে এসব আপত্তির কোন উত্তর নাই। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এসে মোকাবেলার রং-ই বদলে দিলেন। তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন,

'এখন কিন্তু আমি হামলা চালাবো এবং খোদার সিংহের ন্যায় হামলা করবো এবং দেখবো, তোমরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ করে কিভাবে বেঁচে যেতে পারো।' কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে চতুর্মুখী লড়াই করতে হয়েছে। তিনি যে মুসলমানদের পক্ষ সমর্থনে লড়াই করে যাচ্ছিলেন, তারাই তাঁর পশ্চাৎ দিক থেকে তাঁর উপর আক্রমণরত হয়েছে। এমনি ধারায় তিনি আজীবন মুজাহেদসুলভ জীবন যাপন করে যান।

হুজুর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) জেহাদের যেসব পদ্ধতি বাতলিয়ে গিয়েছেন সেগুলি বাদ দিয়ে আপনারা কখনও লড়বেন না। এ ছোট ছোট তাৎপর্যপূর্ণ সূত্র ও নিয়মাবলী এ সফরকালীন আমার কাজে লেগেছে। জগতে যে কোন দিক থেকে যে কোন প্রকারের আক্রমন ইসলামের উপর করা হউক না কেন তার উত্তরদানের জন্য সেই পদ্ধতি অবলম্বন করুন যা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অবলম্বন করেছিলেন। তার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

ইসলাম প্রচারের বিশ্ব পরিকল্পনা ঃ

হুজুর বলেন, আলোচ্য বিষয়ের দ্বিতীয় অংশটি, যার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই, উহা হলো ঐ সকল দায়িত্বের সহিত বিজড়িত যে সকল দায়িত্ব স্পেনের মসজিদে-বাশারত উদ্বোধনের ফলশ্রুতিতে বিশেষরূপে আমাদের উপর ন্যাস্ত হচ্ছে। আমাদের এটাই শুধু কাম্য ছিল না যে সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করে রেখে দেওয়া হোক আর সারা বিশ্বে চেঁচিয়ে বেড়ানো হোক যে বিজয় সাধিত হয়ে গিয়েছে। এ তো আহাম্মকদের জান্নাতে বাস করার মত কথা। স্পেনে (আমাকে) প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনারা পরবর্তী মসজিদ কোথায় বানাবেন?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'প্রথমে আমি এই মসজিদের জন্য নামাযী প্রস্তুত করবো, তারপর যখন তারা এতো হয়ে যাবে যে, এই মসজিদ তাদের জন্য অপর্যাপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে এবং এর দেয়ালগুলো (তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে) ফেটে যেতে আরম্ভ করবে, তখন এটাকেও প্রশস্ত করবো এবং নতুন নতুন মসজিদও নির্মান করবো, ইনশাআল্লাহ্।' উক্ত লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমি ইউরোপে বন্ধুদের সামনে রেখে এসেছি। এবং আপনাদের সামনেও রাখছি।

হুজুর বলেন, যে জাতিকে (প্রচারের উদ্দেশ্যে) আপনাদের সম্বোধন করতে হবে, সর্ব প্রথম তাদের ভাষা আপনাদের জানা উচিত। তাদের জীবন-ধারা, আচরণ-পদ্ধতি, তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারনা ইত্যাদি জ্ঞাত হওয়া উচিত এবং তারপর সেখানে বহু সংখ্যক মোবাল্লেগ পাঠানো উচিত। একজন বা দু'জন মোবাল্লেগ দ্বারা তো কোন দেশ জয় করা যায় না। সেজন্য স্পেনের সহিত স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ কায়েম রাখার প্রয়োজন। এবং যদি আমরা শুধু স্পেনের উপরই নিজেদের তাবৎ শক্তি প্রয়োগ করে দেই, তাহলেও সেটা হবে অপর্যাপ্ত।

হুজুর বলেন, এটা মন থেকে বের করে দিন যে, মোবাল্লেগ পাঠানোই যথেষ্ট। মোবাল্লেগরা

হলেন জেনারেল (সেনাধ্যক্ষ) বিশেষ। তবলীগ প্রতিটি আহমদীর কাজ। এতে প্রত্যেক আহমদীকে অংশ নিতে হবে।

হুজুর বলেন, সেনাবাহিনী শুধু জেনারেলের বলেই লড়ে না। দুনিয়ার ক্ষেত্রেই নয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রেও সে একই নীতি। নিজের যুগে হযরত মুসা (আঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মোবাল্লেগ আর কে হতে পারতেন? কিন্তু যখন তাঁর জাতি তাঁর সঙ্গ দিতে অস্বীকৃতি জানালো, তখন খোদাতায়ালা বললেন যে বিজয় তোমাদের তকদীরে নাই।

হুজুর বলেন, সেজন্য জেনারেলদের সঙ্গে ফৌজও থাকা চাই। জগৎব্যাপী সকল আহমদীদেরকে ব্যাপকতর ভিত্তিতে নিজেদের সার্বিক শক্তি ইসলামের তবলীগ বা প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করতে হবে। সেজন্য আমি ইউরোপে স্পেনিশ ভাষা শিখার জন্য তাহরীক করেছি। অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে ওয়াক্‌ফ করার জন্য নিজেদের নাম লিখাতে বলেছি। এছাড়া ইউরোপের সর্বসাধারণ আহমদীদের বলেছি যে, তারা স্পেনে গিয়ে তবলীগের উদ্দেশ্যে 'ওয়াকফে-আরযী' ('সাময়িক ওয়াক্‌ফ') পালন করুন। ভ্রমণও করুন—সে দেশটি অতি মনোরম এবং অত্যন্ত ভ্রমণোপযোগী স্থান। আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে পর্যটকরা স্পেনের শান্তিপূর্ণ জীবনে উদ্বেগ-উত্তেজনা সৃষ্টি করতে যায়। আপনারা শান্তি, মৈত্রী, প্রেম ও ভালবাসা পূর্ণ ইসলামী পয়গাম বয়ে নিয়ে যান। হুজুর বলেন, ইউরোপের আহমদীরা অত্যন্ত জোশ ও উৎসাহ সহকারে এতে সাড়া দিয়েছেন এবং ওয়াদাও করেছেন।

স্পেনের জন্য তবলিগী পরিকল্পনাঃ

হুজুর বলেন, আমি তাহ্‌রীকে-জদীদকে হেদায়েত (নির্দেশ দান) করছি, তাঁরা যেন এখান থেকে এ প্রোগ্রামটিকে সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন। স্পেনদেশের ভূমিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সেগুলি বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিতরণ করে দিন. যেমন—অমুক ভাগটি অমুক দেশের দায়িত্বে থাকবে, তারপর মোকাবেলা হবে, প্রথম কোন্ দেশটি তার ভাগের এলাকাটিকে আহমদীয়তের জন্য জয় করে। এ সব স্বেচ্ছাসেবী ওয়াকেফীন হবেন, সেলসেলার উপর তাদের কোন বোঝা হবে না। এ সকল ওয়াকেফীনের সাহায্যার্থে পরিকল্পনা হলো এই যে, মোবাল্লেগে-স্পেন (মৌলানা কারাম এলাহী জাফার)-এর পুত্র মনসুর আহ্‌মদ বড়ই শুদ্ধ স্পেনিশ জানেন এবং খেদমতের বড়ই জয্‌বা রাখেন, তাঁকে প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতিতে সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে দেওয়া হোক এবং তাঁকে উহা স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে উহার পাঁচ ছয়টি কেসেট তৈরী করার জন্য বলা হোক। কেসেটের এ কপিগুলি সমস্ত ইউরোপের মিশন গুলিতে পৌঁছানো হোক। ওয়াকেফীনদের ভাষা শিখতে সময় লাগবে কিন্তু এত অপেক্ষা কে করে? আমাদের তো অবস্থা কবি গালিবের নিম্নরূপ কবিতার তুল্য—

عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب
دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک

সেজন্য যারা ভাষা জানেন না তারা টেপগুলি সঙ্গে নিয়ে তবলীগের উদ্দেশ্যে যাবেন এবং সেগুলি

স্পেনবাসীদের শুনিয়ে তবলীগ করবেন। উহার শুরুতে এ কথাগুলি টেপ করা হোক যে, আমরা স্পেনিশ ভাষা জানি না কিন্তু আমাদের খাহেশ, আমরা যেন আপনাদের নিকট ইসলামের পয়গাম পেঁাছাতে পারি। এরপর স্পেন মিশনের ঠিকানার উল্লেখ থাকবে। এমনি ধারায় তরবিয়তের উদ্দেশ্যে আরো কিছু টেপ থাকবে। যখনই কোন স্পেনিশ মুসলমান হয় তখন ঐ টেপগুলোর দ্বারা তাকে ইসলামের বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবহিত করানো হোক।

আহমদীয়া জুবিলি পরিকল্পনা ঃ

হুজুর (আইঃ) তাঁর ভাষণ অব্যাহত রেখে বলেন, স্পেনের মজলিসে শোরায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে শতবার্ষিকী জোবিলী উদ্‌যাপনের পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে তোহ্‌ফা কি পেশ করা যায়? শুধু না'রা লাগানো তো যথেষ্ট নয়, 'আমলে সালেহ' (সৎকর্ম)-ও সঙ্গে থাকা চাই। তখনই এ সকল না'রা আসমানে পেঁাছুতে পারবে। সেজন্য এ পরিকল্পনা রচিত হয়েছে যে, জুবিলী পর্যন্ত একশত দেশে আহমদীয়তের ঝাণ্ডা স্থাপিত হওয়া উচিত এবং প্রতিটি দেশে তবলীগের জন্য মিশন কায়েম করা হোক। এটা এক বিরাট পরিকল্পনা। এর উপর খুব দ্রুত কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। উপস্থিত যে পরিমাণ উপকরণ হাতে আছে তা নিয়েই বের হয়ে পড়ুন। লিটারেচার বা অন্য কোন জিনিসের অপেক্ষায় সময় নষ্ট করতে পারবেন না। তওফিক বা সামর্থ্যের উর্ধে তো আল্লাহ্‌তায়ালা কোন কিছু চান না। এ স্কিমটি এমন ধারায় পরিচালিত হবে যে, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দেশের (আহমদীদের) সোপর্দ করা হবে। এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা রচনা করা হবে তাহ্‌রীকে-জদীদের কাজ। এখন আমাদের কাছে মাত্র ৫।৬ বছর অবশিষ্ট রয়েছে। যদি তিন মাসে এ প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে প্রতি বৎসর নতুন ফল লাগতে আরম্ভ করবে। এতে পাকিস্তানের আহমদীদের বড় অংশ হবে দোওয়ার দ্বারা কাজ নেওয়া। সেজন্য ক্রমাগত দোওয়া করুন। এর এতো গভীর ও অলৌকিক প্রভাব হয়ে থাকে যে, হতভম্ব হতে হয়।

হুজুর বলেন, পাকিস্তানের আহমদীরা টাকার দ্বারা সাহায্য করতে পারেন না, কেননা বাহিরে টাকা পাঠানোর উপর বাধা-নিষেধ রয়েছে, এ সব বাধা আমাদের আশা-আকাঙ্খার পথে প্রতিবন্ধক বটে, কিন্তু আমাদের কাজের পথে বাধা তো নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ।

গ্রামাঞ্চলে তবলীগ ঃ

হুজুর (আইঃ) মজলিসে আনসারুল্লাকে বিশেষভাবে গ্রামে তবলীগ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং বলেন যে, প্রতিটি মজলিস এক একটি গ্রাম বেছে নিক এবং এক বৎসরে একটি করে গ্রামে আহমদীয়ত পেঁাছাবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হোক। আপনারা দেখতে পারবেন যে, কয়েক বছরেই পরিমণ্ডল বদলে গিয়েছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন ঃ শত্রু ষড়যন্ত্র পাকায় এবং নিজের চেষ্টা চালায় কিন্তু আল্লাহ্‌-

তায়ালাই হলেন উত্তম পরিকল্পনাকারী তারা আপনাদেরকে যত বেশী লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করুক, তার মোকাবেলায় আপনারাও আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও সমর্থনে পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

হুজুর অত্যন্ত জালালী শানে ও তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, দেখতে দেখতেই আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে জগৎব্যাপী ইনশাআল্লাহ শুধু জনপদ সমূহই আহমদী হবে না বরং আহমদীয়ত ব্যতীত অন্য কোন কিছুই পরিদৃষ্ট হবে না। এখানে এর পরিপন্থি যা কিছুই বিরাজ করছে তা হলো মানুষের স্বপ্ন, যা (বাস্তবে) কখনও পূর্ণতা লাভ করবে না। শুধু সে স্বপ্নই পূর্ণ হবে, যা হলো আমার প্রভু হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্বপ্ন ; যা হলো আমার নেতা মসীহ মওউদ (আঃ)-এর স্বপ্ন। বিশ্বব্যাপী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে এবং ইসলামের শত্রুদের সকল স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, কখনও পূর্ণ হবে না, কখনও ফলবে না। এবং এক সময় আসবে, যখন এ দেশেও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা সেই ঝাণ্ডা গেড়ে দেওয়া হবে যা হলো মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডা। যদি আপনারা দোওয়া করেন, যদি আপনারা উত্তমরূপে তদবীর করেন, যদি আপনারা অন্যায় অনিষ্টর উত্তর সৌন্দর্য ও কল্যাণের দ্বারা দেন এবং ধৈর্যের দ্বারা কাজ করেন, তা'হলে এটাই অবধারিত তকদীর যা অবশ্য পূর্ণ হবে। এ ছাড়া আর কোন তকদীর দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে ইহার তওফিক দান করুন, এর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করার তওফিক দিন।

পরিশেষে হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হোন। যেভাবে আপনারা আনন্দ সমূহ গুটিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছেন, তেমনি শান্তি ও সালামতীর সহিত গৃহে ফিরে যান এবং নিজেদের গৃহে পেঁছিবার সংবাদও দিন, যাতে আমাদের অন্তরও হামদে ও প্রশংসায় ভরপুর হয়ে যায়।

এরপর হুজুর আহাদনামা পাঠ করান, তারপর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে দোওয়া করান এবং পরিশেষে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে প্রত্যাগমন করেন।

(আল-ফজল, ১০ই নভেম্বর ১৯৮২ইং)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

"সেই খোদা অতীব বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জগৎ তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্তপেষণ করে কিন্তু খোদা, যিনি তাঁহাদের বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। কি সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না। আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস আনিয়াছি। আমরা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি।" (আমাদের শিক্ষা)

—**ইমাম মাহদী (আঃ)**

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জিবনী

মক্কাবাসীগণের বর্জন নীতি

(পুর্ব প্রকাশিতের পর—১৪)

বস্তুতঃ অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। কিছু সংখ্যক মুসলমান মক্কা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহারা মক্কায় রহিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচারিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও অত্যাচারীগণের আশা মিটিল না। যখন মক্কাবাসীগণ দেখিল যে তাহাদের অত্যাচারের ফলে মুসলমানগণ এতটুকুও বিচলিত হয় নাই এবং তাহাদের ঈমানের মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখা দেয় নাই বরং তাঁহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার এবাদতে উন্নতি করিয়াই চলিয়াছেন এবং মূর্তি পূজার প্রতি তাঁহাদের ঘৃণাও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তখন তাহারা এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিল এবং মুসলমানদিগকে পরিপূর্ণ রূপে বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, কেহ মুসলমানদিগকে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে না এবং তাহাদের সহিত কোন প্রকারের লেন দেন করিবে না। ফলে মহানবী (সাঃ) তাঁহার কতিপয় অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ও তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়বর্গ সহ যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ না করিলেও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না তাঁহাদিগকে লইয়া আবু তালেবের মালিকাধীন একটি নির্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের না ছিল টাকা-পয়সা না ছিল কোন উপায় ও উপকরণ না ছিল কোন সঞ্চয়। এই চরম দুর্দিনের মধ্যে তাঁহারা যেভাবে জীবন যাপন করিতেন তাহা ধারনা করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রায় তিন বৎসর এইভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু মক্কাবাসীগণের বর্জননীতির মধ্যে কোন শৈথিল্য দেখা দেয় নাই। প্রায় পাঁচ বৎসর পর মক্কার পাঁচজন ব্যক্তির অন্তরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার হইল। তাঁহারা সকলে আবু তালেবের দরজায় উপস্থিত হইলেন এবং অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা যেন বাহিরে আসেন। ঐ পাঁচজন ব্যক্তি আরও বলিলেন যে, তাঁহারা এই বর্জননীতি পরিহার করিবার জন্য প্রস্তুত। আবু তালেব যিনি দীর্ঘ অবরোধও উপবাসের ফলে খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার কওমকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের এত দীর্ঘ দিনের অবরোধ কিভাবে সঙ্গত হইতে পারে। ঐ পাঁচ জন ব্যক্তির বিদ্রোহের সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় শহরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। মানুষের মনুষ্যত্ব বোধ পুনরায় জাগিয়া উঠিল। সৎ ব্যক্তিগণ স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন এবং মক্কাবাসীগণ এই শয়তানী চুক্তিকে ভঙ্গ করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। ফলে অবরোধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু তিন বৎসরের অবরোধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অবরোদ্ধ থাকাকালীন চরম দুঃখ কষ্টের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই হযরত রসুলে করিম (সাঃ) এর পরম বিশ্বস্ত স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ইহার এক মাস পরে আবু তালেবও দুনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মূল : **হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ**

অনুবাদ : **অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

আহমদী মুসলমান বাচ্চোঁ কে লিয়ে

পিয়ারে ইসলাম কি পিয়ারি বাতেঁ

আহমদী মুসলমান বালকদের জন্য

প্রিয় ইসলামের প্রিয় কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পাঠ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই ফরজ

ফজরের নামাযে দুই রাকাত সুন্নত এবং দুই রাকাত ফরজ।

যোহরের নামাযে প্রথমে চার রাকাত সুন্নত এরপর চার রাকাত ফরজ শেষ করার পর দুই রাকাত সুন্নত।

আছরের নামাযে চার রাকাত ফরজ।

—মাগরিবের নামাযে তিন রাকাত ফরজ এরপর দুই রাকাত সুন্নত

—এশার নামাযে চার রাকাত ফরজ দুই রাকাত সুন্নত এবং তিন রাকাত বিতের নামায ওয়াজিব প্রত্যেক ফরজ নামায মসজিদে গিয়ে বা-জামাতে আদায় করা উচিৎ।

অষ্টম পাঠ

অজু

নামাযের পূর্বে অযু করা জরুরী। নিম্নলিখিত নিয়মে অযু করতে হয়ঃ

প্রথমে পরিষ্কার পানি দ্বারা তিনবার হাতের কব্জী পর্যন্ত ধৌত করা। তারপর তিনবার মুখে পানি দিয়া কুলি করা। তিনবার নাকে পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা। তারপর পানি দ্বারা সমস্ত মুখ মণ্ডল তিনবার ধৌত করা। এরপর তিনবার হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা। তারপর দুই হাত পানি দ্বারা ধৌত করে মাথার সম্মুখ ভাগ হইতে পিছনের দিকে নিয়া কানের চারিদিক ঘুরিয়ে ঘাড়ের উপর হাতের পিঠ দিয়ে মুছে দিতে হয়। তারপর তিনবার পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত ধৌত করতে হয়।

—এশায়ত বিভাগ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ

সীরাতুন্নাবী (সাঃ) ঃ

মসীহ (আঃ) ও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে একটি নিরপেক্ষ তুলনা

"--ইসলাম এবং খৃষ্ট ধর্মের প্রারম্ভিক কালে--যখন উভয় ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা সম্ভব—দুঃখ-যাতনা ভোগ ও বঞ্চনার আঘাতবরণ উভয় ধর্মের ভাগ্যে ঘটেছিল। কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ)-এর তের বছরের রেসালতকাল হযরত ঈসা (আঃ)-এর সমগ্র জীবনকালীন কাজের তুলনায় বহুগুণ বেশী বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। মসীহ্ (আঃ)-এর হাওয়ারীগণ (শিষ্যরা) তো বিপদ ধ্বনি শোনা মাত্র পলায়নপর হয়েছিলেন এবং যে পাঁচশত লোক আমাদের খোদাওন্দ মসীহ্কে দর্শন করেছিল তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া (রুহনী প্রভাব) যদিও গভীরই হয়ে থাকুক না কেন কিন্তু উহা তখনও বাহিরে কোন ক্রিয়ার পরিচয় দেখাতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আবাসভূমি ত্যাগ করার এবং শত শত লোকের হিজরত করে যাওয়ার সেই ভাবানুভূতির সঞ্চার হয় নাই, যা ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য মূলক বৈশিষ্ট্য। এবং একটি দূরবর্তী অপরিচিত শহরের (মদিনা) মুসলমানরা নিজেদের রক্ত বিসর্জন দিয়ে তাদের পয়গম্বরের (সাঃ) হেফাজত ও সংরক্ষণের যেরূপ উদ্দীপনাময় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেরূপ সংকল্পও মসীহ (আঃ)-এর হাওয়ারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না।"

[স্যার উইলিয়ম মূইর প্রণীত 'The Life of Mohammad' (উর্দু তরজমা) ২য় খণ্ড, পৃঃ২৭০]

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

সীরাতুন নবী (সাঃ) জলসা উদ্‌যাপিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল রহম ও করমে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সোমবার জন্ম দিবস উপলক্ষে ২৮শে ডিসেম্বর বাদ আসর ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে দারুত তবলীগে সীরাতুন্নবীর এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন—ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব। অনুষ্ঠানটি পবিত্র কালামে পাকের মাধ্যমে আরম্ভ হয়, যাহা পাঠ করেন মৌঃ মনোয়ার আলী সাহেব। অতঃপর নজম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব। এরপর হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর নবুয়ত পূর্বজীবন, মানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) খাতামান্নাবীঈন এর প্রকৃত অর্থও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর উপর জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ সাহেব, ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া সাহেব ও শহীদুর রহমান সাহেব সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ দান করেন মোহতারম মকবুল আহমদ, আমীর ঢাঃ আঃ আঃ উপস্থিত মণ্ডলীদের মধ্যে মিষ্টি পরিবেশন করা হয় এবং দোওয়ার মাধ্যমে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় এই পবিত্র মাহফীল সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে দুই দিন ব্যাপী দারুত তবলীগ আহমদী মসজিদকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

রসুল-প্রেমের প্রকৃত পরিচয়

সাদামাটা মুখে প্রেমের দাবী শোভা পায় না, উহার পরিচয় দিতে হয় কর্ম জীবনে উহার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে। আহমদীয়া জামাতের সৌধ একমাত্র সেই গভীর প্রেমের উপরই স্থাপিত, যে প্রেম অক্ষয় অব্যয়রূপে এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতার হৃদয়ে খোদা ও তাঁর রসুল (সাঃ)-এর জন্য নিহিত ছিল, যেমন তিনি তাঁর এক কবিতায় প্রকাশ করেছেন :

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

অর্থাৎ, "আমি খোদার পরে পরেই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে মতোয়ারা ; যদি ইহাই কুফর হইয়া থাকে, তবে খোদার কসম ! আমি শক্ত কাফের।"

সেই এশ্‌কে-মোহাম্মদের অনির্বান শিখায় প্রদীপ্ত হয়েই তিনি আরও বলেছিলেন :

"ইহা কি সত্য নহে যে, অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দুস্থান উপমহাদেশে প্রায় এক লক্ষ লোক খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটির অধিক পুস্তক রচিত হইয়াছে এবং বড় বড় শরীফ খান্দানের লোক স্বীয় পবিত্র ধর্ম ছাড়িয়া দিয়াছে ?! এমন কি যাহারা নিজদিগকে রসুল (সাঃ)-এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত এবং পরে খৃষ্টধর্মের পোষাক পরিয়া রসুল (সাঃ)-এর শত্রু হইয়া গিয়াছে তাহারা এত অধিক পরিমাণ কটুকথা ও মিথ্যা দুর্নামপূর্ণ পুস্তক হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ছাপাইয়াছে এবং বিলি করিয়াছে যে, উহা শুনিলে শরীর কাঁপিয়া যায় এবং আমার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোওয়া করিতে থাকে যে, তাহারা রসুল করীম (সাঃ)-এর নামে নানা প্রকার গালি ও মিথ্যা দুর্নাম দেওয়ায়, আমার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে যদি এই সকল ব্যক্তি আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে আমার চক্ষের সম্মুখে হত্যা করিয়া ফেলিত এবং আমার নিকট হইতে নিকটতর এই পৃথিবীর আত্মীয় প্রিয়জনকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিত এবং স্বয়ং আমাকে একান্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার সহিত মারিয়া ফেলিত এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি জবর-দখল করিয়া লইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কসম, ইহাতে আমার কোনই মনঃকষ্ট হইত না।" (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)

তাঁর প্রণীত নব্বইটি গ্রন্থ ও সেই পরিমাণ সংকলিত তাঁর বক্তৃতা, বিজ্ঞাপন ও চিঠি-পত্রের ছত্রে ছত্রে তাঁর গভীর রসুল-প্রেমই উদ্ভাসিত। শুধু তাই নয়, একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলেহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম ও আদর্শকে তৎকালীন খৃষ্টান, আর্যসমাজী ইত্যাদিদের বহুমুখী আক্রমণের কড়াল আঘাতকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করে সারা বিশ্বে ইসলামের আকাঙ্খিত ও প্রতিশ্রুত প্রাধান্য বিস্তার কল্পে এক বাস্তব ভূমিকা তিনি পালন করে যান। তদপরি তিনি পৃথিবীর বুকে স্বহস্তে রসুলের প্রেমে মতোয়ারা এমন এক জামাত কায়েম করে রেখে যান, যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হলো বিশ্বব্যাপী ইসলামের পবিত্র কলেমাকে গৌরবান্বিত করা ও সরওয়ারে-কায়েনাত, ফখরে-মওজুদাত হযরত খাতা-মান্নাবীয়ীন মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর শান ও মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এবং সেই লক্ষ্যে

তারা তাদের ধন-প্রাণ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সম্পূর্ণ জীবন বিলিয়ে চলেছে। একদিকে দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরা যখন ভয়াবহরূপে ইসলামের আদর্শচ্যুতি ও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আত্মকলহ ইত্যাদিতেই লিপ্ত, এহেন অবস্থায় একমাত্র আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা তথা সারা বিশ্বে প্রায় ৬০ টি দেশে ইসলামের অসংখ্য প্রচারকেন্দ্র, মসজিদ, স্কুল, হাসপাতাল স্থাপন করে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সাহায্যে মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহিদ ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর মহব্বত সঞ্চার করে চলেছে। এপর্যন্ত বিশ্বের ২০টি প্রধান প্রধান ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা ও তফসীর এবং অগণিত ইসলামী লিটারেচার ও পত্র-পত্রিকা তারা প্রকাশ করেছে। বিশ্বের যে সকল দেশে পূর্বেও কোন দিন ইসলামের বাণী পৌছুতে পারে নাই সে সব স্কেণ্ডেনেভিয়ান দেশগুলিতেও অর্থাৎ ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়েতে. তিনটি মসজিদ ও কয়েকটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেছে। তদপরি স্পেনে ৭৫০ বছর পূর্বে ইসলামের গৌরব-বাতি নির্বাপিত ও মুসলমানদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর যেখানে ইসলামের প্রচার চালাবার কাজ আজ পর্যন্ত কারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই সেখানে জামাতে আমহদীয়া একটি মসজিদ ও একাধিক প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করার একক গৌরব অর্জনের তৌফিক লাভ করেছে। এ সবই হলো জামাত আহমদীয়ার রসুল-প্রেমের কার্যকরী ও জীবন্ত প্রমাণ, যা অন্য কারো পক্ষে পেশ করা সম্ভব নয়। এ জামাতেরই মহান খলিফারা ইউরোপ ও আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ব্যাপী সফর করে প্রেস কনফারেন্স, পাবলিক সভা ইত্যাদির মাধ্যমে অতি হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জলভাবে ইসলামের প্রেম, শান্তি ও সাম্যের বাণী পৌছিয়ে দিচ্ছেন এবং প্রয়োজনে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ইসলামবিরুদ্ধ প্রতিটি আপত্তি খণ্ডন করে চলেছেন।

রসুল-প্রেমে মাতোয়ারা ও আত্মোৎসর্গিত এরূপ জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ন্যায় গাল ভরা দাবীদার মুসলিম দেশে ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থি যে সব অন্যায় অবিচার ঘটানো হচ্ছে তা দুঃখজনক হলেও আশ্চার্যজনক কিছুই নয়। আমাদের প্রিয় দেশের কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় রয়টারের বরাত দিয়ে কোন এক গোষ্ঠী পরিবেশিত (এবং যা সরকার সমর্থিত নয়) সম্প্রতি নিম্নরূপ একটি সংবাদ বের হয়েছে—"হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি অবমাননাকর নিবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে কর্তৃপক্ষ দৈনিক আল ফজল পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মাসুদ দেহলভী ও তার চারজন সহকর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, খবরে উল্লিখিত 'অভিযোগটি' সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এবং নিঃসন্দেহেই এ কথা বলা যায়, জামাত আহমদীয়ার কোন পত্র-পত্রিকায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি অবমাননাকর কোন কিছুই প্রকাশ হতে পারে না, কোন দিনই পারে না।

এরূপ একটি অবিশ্বাসযোগ্য—অসদোচ্ছা প্রণোদিত কোন এক গোষ্ঠী পরিবেশিত যা সরকার সমর্থিত নয়—এমন একটি খবর প্রিয় মাতৃভূমির দায়িত্বশীল জাতিয় দৈনিক পত্রিকা-গুলিতে যে ভঙ্গীতে প্রকাশিত হলো, তাতে আমরা বড়ই দুঃখীত। এরূপে সংবাদ প্রচারে যে ধর্মীয় লাজুক ভাব নুভূতিতে প্রচণ্ড আঘাত লাগাতে পারে, যার ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

প্রভাবিত হতে পারে—এরূপ যে কোন সংবাদ সম্পূর্ণ যাচাই না করে দেশের দায়িত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতের জন্য এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আমরা সনিবন্ধ অনুরোধ জানানো আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা, তিনি যেন সবাইকে সকল প্রকার মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের পথ পরিহার করে মোহাম্মদী আদর্শ অনুসরণে ন্যায় ও সত্য এবং প্রেমের পথে পরিচালিত হওয়ার তওফিক দান করেন এবং সারা বিশ্বে ইসলামী নীতিমালার প্রাধান্য শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন।

—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

মিথ্যা ও ভিত্তিহীন

২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮২ইং রাবওয়াতে (পাকিস্তান) অনুষ্ঠিত জামাত আহমদীয়ার ৯০তম বাৎসরিক নিখিল বিশ্ব সম্মেলনে (সালনা জলসা) যোগদানের পর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর মোহতারম জনাব ডঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব ঢাকায় ফিরে এসে জামাতের একটি তরবিয়তী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্র রাবওয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা আল-ফজলের সম্পাদক মাসুদ দেহলভী সহ তাঁর চারজন সহকর্মীকে উক্ত পত্রিকায় হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি অবমাননাকর কোন নিবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আমাদের দেশের কয়েকটি পত্রিকায় সাম্প্রতিক প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সেখানে ঐরূপ কোনই অভিযোগ উল্লিখিত পত্রিকার বিরুদ্ধে আনায়ন করে কাউকে গ্রেফতার করা হয় নাই। ঘটনাটি শুধু এটুকুই ঘটেছিল যে, দৈনিক 'আল-ফললে' প্রকাশিত এক নিবন্ধে পরিবেশিত একটি উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত ধর্মীয় পরিভাষা মূলক একটি শব্দ 'উম্মুল-মুমেনীন' সম্বন্ধে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ সম্পাদকসহ নিবন্ধ রচনাকারী মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবকে তাঁদের অফিস থেকে ডেকে এনে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং আলোচনায় সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে নিজেদের ভুল বুঝাবোঝি নিরসনে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন, এমন কি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আপ্যায়নের জন্য মিষ্টি ও ফলাদি পেশ করলে তাঁরা সেগুলো সেখানে সমবেত অফিস কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করে চলে আসেন। (আহমদী রিপোর্ট আঃ সাঃ মঃ)

মজলিশ পরিদর্শন

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য। যিনি সর্বাবস্থায় নেক কাজে আমাদের অগোচরে সাহায্য করে থাকেন।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ প্রোগ্রামে মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের নির্দেশক্রমে গত ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপী বাংলাদেশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মোকামী মজলিস সরে জমিনে পরিদর্শনের এক ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে—আল-হামদুলিল্লাহ আলা যালেক।

গত ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় এক আনুষ্ঠানিক দোওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েম তাহরিকে জাদীদ জনাব আজাহার উদ্দিন খন্দকার ঢাকা বিভাগীয় মোতামাদ জনাব আবদুল মতিনসহ দুই সদস্য বিশিষ্ট এই দল খুলনা বিভাগের মজলিস সমূহ পরিদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। তারা ১৬ই ডিসেম্বর প্রথমে খুলনা মজলিস পরিদর্শন করেন। এরপর বরিশাল জেলার ইন্দুরকানী থানার অন্তর্গত চরনী পত্তাসী, খুলনা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবন (যতীন্দ্রনগর) মজলিস, যশোর, উথলী চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও নাসেরাবাদ মজলিস পরিদর্শন করে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে গত ২৬শে ডিসেম্বর সকাল ৬টায় ঢাকায় এসে পৌঁছেন।

প্রতিনিধি দল সবগুলি মজলিসে, মজলিসের কার্যক্রম, বাজেট, মাসিক রিপোর্ট চাঁদা আদায়, তা'লীম তরবিয়তের ব্যবস্থা, এতায়াতে নেজাম, নেজামে খেলাফত, মজলিসের হিসাব-নিকাশ, কার্যকরী কমিটির কর্ম পদ্ধতি, বাংলাদেশ মজলিসের সাথে যোগাযোগ, তাজনীদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে মোকামী মজলিসের কর্মকর্তাদের সাথে ব্যক্তিগত এবং সাধারণ বৈঠকে মিলিত হন। এইসব বৈঠকে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মজলিসের সাধারন সভাগুলিতে বেশ কিছু সংখ্যক আনসার সাহেবান ও প্রেসিডেন্ট সাহেব উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন।

একই ব্যবস্থায় অধ্যাপক আবদুল জব্বার, নায়েম সানায়াত ও তেজারত ও খন্দকার বেনজীর আহমদ নায়েম উমুরে তোলাবা, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, দুই সদস্য বিশিষ্ট এই দল গত ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৫ ঘটিকার সময় আনুষ্ঠানিক দোয়ার পর রাজশাহী বিভাগের মজলিস সমূহ পরিদর্শনের জন্য দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। এই প্রতিনিধি দল দিনাজপুরের আহমদনগর মজলিস থেকে তাদের কর্মসূচী শুরু করেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে অত্যন্ত কামীয়াবীর সাথে সাফলাজনক সফর সমাপ্ত করে গত ২৭শে ডিসেম্বর ভোরে ঢাকায় ফিরে আসেন। এই দল দিনাজপুরের আহমদনগর, ভাতগাঁও, ডহন্তা, হেলেঞ্চাকুড়ি, দিনাজপুর শহর, রংপুর জেলার সৈয়দপুর, নিলফামারী, বসন্তপুর, রংপুর শহর, মাহিগঞ্জ মজলিস পরিদর্শন করেন। তাদের কার্যক্রমের মধ্যেও মজলিসের কায়েদের দায়িত্ব, কার্যকরী কমিটির (মজলিসে আমেলা) দায়িত্ব, বাজেট প্রনয়ণ, চাঁদা আদায়, মাসিক রিপোর্ট, তাজনীদ, বাংলাদেশ মজলিসের সাথে সরাসরি যোগাযোগ, তালিম তরবিয়তের গুরুত্ব, মালী কুরবানী, এতায়াতে নেজাম, নেজামে খেলাফত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মজলিসের কর্মকর্তাদের ও সাধারন সদস্যদের সাথে মিলিত হন।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশ মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত জনাব আল-আমীন সাহেব ২০শে ডিসেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সংক্ষিপ্ত এবং ফলপ্রসূ সফরে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, শালগাঁও, ঘাটুরা ক্রোড়া, খড়মপুর, তারুয়া মজলিস পরিদর্শন করে ২৫শে ডিসেম্বর দুপুরে ৩ ঘটিকায় ঢাকায় ফিরে আসেন। উপরোক্ত মজলিসের মধ্যে চট্টগ্রাম মজলিস এবং কুমিল্লাও সিলেট জেলার জেলা কায়েদ জনাব আবদুল হাদী হাদী সাহেবের নিকট থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। অন্যান্য মজলিস অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করে প্রতিনিধিদের সাহায্য করেছেন।

তেমনিভাবে সর্বত্র প্রতিনিধিদেরকে তারা যেখানে গিয়েছেন সেখানকার জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবান মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মকর্তা ও সাধারন খোদ্দাম এবং আতফালগণ আন্তরিকভাবে হৃদয়তার সাথে সহযোগিতা করেছেন এবং প্রতিনিধিদের যাতে কোন কষ্ট না

হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে সব ব্যবস্থা করেছেন। আমরা বাংলাদেশ মজলিসের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

উপরোক্ত কার্যক্রমের ফলাফল যাতে সুদূর প্রসারী এবং বা-বরকতময় হয়, মজলিস তথা জামাতের জন্য ফলপ্রসু সফলতা নিয়ে আসে এবং প্রত্যেকে যাতে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে ও সফরকারী ভ্রাতাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য সকলের নিকট খাস দোওয়ার আবেদন করছি।

মোঃ আবদুল জলিল

ন্যাশনাল মোতামাদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া।

ঢাকা সিটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবিয়তি ক্লাশ

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে ঢাকা ও তেজগাঁও জামাতের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা সিটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আৎফাল ও খোদ্দামের জন্য এক তালীম তরবিয়তি ক্লাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৪/১২/৮২ তারিখ রোজ শুক্রবার ভোর রাত থেকে নামায তাহাজ্জুদের মাধ্যমে এই মহতি কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এবং আগামী ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৩ পর্যন্ত চালু থাকবে—ইনশাআল্লাহ্‌। খোদ্দাম ও আৎফালের পক্ষ থেকে, বিশেষভাবে স্কুলের পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে এই ক্লাশের বিষয়ে আশাতীত সাড়া পাওয়া গেছে-আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। এই রিপোর্ট লিখার সময় পর্যন্ত উক্ত ক্লাশে ৩৯ জন তিফ্‌ল্‌ ও ১৭ জন খাদেম সর্বক্ষণিক ও নিয়মিত ছাত্র হিসবে অংশগ্রহণ করেছে।

তালীমুল কোরআন; দ্বীনিয়া'লুমাত; আরবী ও উর্দু শিক্ষা, উর্দু নযম; সিলসিলার কিতাবাদি; তবলীগি মস্‌লা-মাসায়েল; তাহ্‌রিকাতে হযরত খলিফাতুল মসীহ; তরবিয়তী বক্তৃতা ও আলোচনা; ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোচনা; ব্যায়াম শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। প্রত্যেক ভোর রাতে নামায তাহাজ্জুদের মাধ্যমে এই ক্লাশের কার্যক্রম শুরু হয় এবং রাত ৯-০০টা পর্যন্ত জারী থাকে।

সর্বজনাব মকবুল আহমদ খান, আমীর, ঢাকা আঃ আঃ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া; মোঃ মনোয়ার আলী-সদর মোয়াল্লিম, শহীদুর রহমান; মোঃ হাবীব উল্লাহ—ন্যাশনাল কায়েদ প্রমুখ বুজুর্গগণ এবং আরও অনেক বন্ধুগণ তাদের মূল্যবান সময়ের কোরবানী স্বীকার করে একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ছাত্রদের শিক্ষা দান করছেন। আল্লাহ্‌ তাদের সকলকে যাযায়ে খায়ের দান করুন আমীন।

এই তরবিয়তি ক্লাশে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রের দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার—

মোঃ আমীরুল হক সেক্রেটারী তরবিয়তি ক্লাশ কমিটি

শুভ বিবাহ

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮২ইং রোজ শনিবার নারায়ণগঞ্জ জামাতের নাসেরাবাদ নিবাসী প্রবীণ এবং মুখলেছ আহমদী জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ মোবারেকা বেগমের সহিত কটিয়াদী জামাতের মুখলেছ আহমদী জনাব ফজর আলী সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেবের সহিত ৭০০০ (সাত হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে বিবাহের কাজ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মৌলবী আনোয়ার আলী সাহেব। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুনশী আবদুল খালেক সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া করানোর মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সকল আহমদী ভাইবোনদের খেদমতে দ্বীনি ও দুনিয়াবীর দিক দিয়া এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar